



Gillette-এর রোগীরা

(যারা অপেক্ষা করে তাদের চোখে)

“ক্লিনিক রোগীদের সারিয়ে তোলে। যত্নশীল সমাজ মানুষের পাশে দাঁড়ায়।”

I. রোগীরা

রোগী যখন প্রথমবার কোনো পুনর্বাসন কেন্দ্রে ঢোকে, সেই মুহূর্তটা প্রায় কখনওই তার নিজের বেছে নেওয়া নয়। প্রায়ই সে আসে এমন কারও সঙ্গে, যে সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছে: বিশ্বাস করে যাওয়া যে একটা পথ এখনও আছে।

যে মানুষটা তার পাশে থাকে, সে নিজের ভেতরে সব সময় একই প্রশ্ন বয়ে বেড়ায়। এই অগ্নিপরীক্ষা কবে শেষ হবে? আর ঠিক তার পরেই আসে আরেকটা প্রশ্ন, একগুঁয়ে আর নীরব:

ও-ই কেন? আমরাই কেন?

তবে এসব জায়গায় রোগী শুধু তারাই নয়, যাদের নামে একটা রোগনির্ণয় লেখা আছে। ওটা চিকিৎসাসাশ্ত্রের ব্যাপার, শ্রেণিবিভাগের, প্রোটোকলের।

বাস্তবটা অন্য রকম।

রোগী তারাও, যারা অপেক্ষা করে, সঙ্গ দেয়, ভরসা জোগায়। রোগী তারা, যারা প্রতিটি দিন কষ্টের পাশে কাটায়, ভাগ করে নেয় এমন সব ভয়, ত্যাগ, আশা আর ক্লান্তি, যা কোনো চিকিৎসার খাতায় কোনোদিন লেখা হবে না।

পুনর্বাসন কেন্দ্রে ঢুকলে দেখা হয় অন্য মানুষের সঙ্গে, অন্য গল্পের সঙ্গে, বুলে থাকা অন্য সব নিয়তির সঙ্গে। আর যার চিকিৎসা চলছে সে যখন প্রায়ই নিজের রোজকার লড়াইয়ে ডুবে থাকে, তখন যে সঙ্গে এসেছে সে দেখে, তুলনা করে, ভাবে।

সে দেখে আরও কঠিন কেস, আরও গুরুতর অবস্থা, আরও দীর্ঘ পথ।

আর প্রায় একটা অপরাধবোধ নিয়ে ভাবে:

“সব দিক ভেবে দেখলে, আরও খারাপ হতে পারত।”

কিন্তু যে-ই আসে, সে নিয়ে আসে আলাদা একটা গল্প, আর ভেতরে, অনেক গভীরে, রেখে দেয় সেই একই প্রশ্ন — অনিশ্চয়তায় প্রতিফলিত, অনিশ্চয়তায় গড়া:

কাল কী সম্ভব হবে?

অপেক্ষার আর থেকে যাওয়ার মুহূর্তগুলোয় কথাবার্তার স্বভাব বদলে যায়। লোকে অসুখের কথা বলে দ্রুত কম, জীবনের কথা দ্রুত বেশি।

তারা বলে, আগে তারা কে ছিল।

মনে করে, সব কীভাবে শুরু হয়েছিল।

ভাগ করে নেয় ছোট ছোট জয়, যা অন্যদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু কারও কাছে তা বিরাট এক মাইলফলক।

তারা বলে চোখে-না-পড়া উন্নতির কথা, অধ্যবসায়ের পাশাপাশি বেঁচে থাকা হতাশার কথা, অপেক্ষার ভেতরেও বেঁচে থাকা আশার কথা।

সবচেয়ে বেশি বলে তাদের কথা, যারা পাশে থাকে।

বলে, যারা রোজ হাত বাড়িয়ে রাখে, তারা কত ত্যাগ করে।

আর প্রায়ই এমন একটা ভাবনা উঠে আসে, যা কেউ আগে থেকে ভাবেনি:

“আমি যা হয়ে গেছি, তা আমি মেনে নিয়েছি। ওটা আমার বুকে চেপে নেই। চেপে আছে সেই ভার, যা আমি অন্যদের দিয়ে বওয়াচ্ছি।”

এ এক রোজকার সাহস।

নীরব সাহস।

এমন এক জায়গা, যেখানে হাল ছেড়ে দেওয়ার উপায় নেই, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ ইচ্ছাশক্তি দাবি করে, যেখানে দুঃখটুকুও লুকিয়ে রাখতে হয়, যারা আমাদের ভালোবাসে তাদের আগলে রাখতে।

কারণ যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা আমাদের দেখে এমন এক মনোযোগে, যা আমরা হয়তো আগে কখনও পাইনি।

প্রতিটি নড়াচড়া চোখে পড়ে।

প্রতিটি উন্নতি উদ্ঘাপিত হয়।

প্রতিটি পিছিয়ে পড়া ভাগ করে নেওয়া হয়।

রোগী আমরাই।

যারা ফেরার একটা পথ খুঁজছি।

কারও কাছে একটা পদক্ষেপ সাধারণ ব্যাপার।

কারও কাছে তা একটা জয়।

তবু আশা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, একগুঁয়ে, যখন সবকিছুই উল্টো কথা বলছে বলে মনে হয়, তখনও।

অন্যদের গল্প দেখতে দেখতে আমরা চিনতে শিখি, আমাদের যা এখনও আছে তার দাম।

আর যে সত্যিই কষ্টের ভেতর দিয়ে যায়, সে এমন একটা সত্য বোঝে, যা স্বাভাবিক জীবনে থাকা মানুষের প্রায়ই নজর এড়িয়ে যায়:

জীবনকে ধরে রাখে বড় বড় জিনিস নয়।

কখনও কখনও সামান্যই যথেষ্ট।

কখনও কখনও প্রায় কিছু-না-ই যথেষ্ট।

আর সেই প্রায় কিছু-না-ই হয়ে উঠতে পারে সবকিছু।

II. উপসংহার

রোগী একজন মানুষ।

যন্ত্রণার সমাজ তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

কেউই সত্যি করে বলতে পারে না: আমার কখনও এমন হবে না।

অসুখ আয় চেনে না, প্রতিপত্তি মাপে না, সামাজিক ভেদাভেদ করে না। সে আসে অনুমতি না নিয়ে, আর যার সঙ্গে তার দেখা হয় তার জীবন বদলে দেয়, তার পাশে যারা থাকে তাদের জীবনও।

এই কারণেই আমাদের শেখা উচিত প্রতিটি দিনের দিকে আরও কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাকাতে।

জীবনের মূল্য সবচেয়ে গভীরভাবে প্রায়ই রোগীরাই বোঝে, কারণ তারা তার ভঙ্গুরতা চিনেছে। তারা জানে কত মূল্যবান হতে পারে ছোট্ট একটা ইশারা, একটা বাড়িয়ে দেওয়া হাত, একটুখানি উন্নতি, যা অন্যদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

আর হয়তো এই কারণেই বিচার করার অধিকার আছে বলে কারও মনে করা উচিত নয়।

আমরা কখনও জানি না, সামনের মানুষটা কোন লড়াই লড়ছে।

আমরা কখনও জানি না, কী লুকিয়ে আছে একটা বন্ধ দরজার আড়ালে, একটা নীরবতার আড়ালে, কখনও-না-বলা একটা ক্লান্তির আড়ালে।

কষ্ট শেখায়, জীবন শুধু আমাদের যা আছে তা দিয়ে তৈরি নয়; আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু কেড়ে নেওয়া হলে যা আমরা ধরে রাখতে পারি, তা দিয়েও তৈরি।

আর তখনই আমরা একটা সরল সত্য আবিষ্কার করি।

কারও কাছে একটা পদক্ষেপ সাধারণ ব্যাপার।

কারও কাছে তা একটা জয়।

আর প্রতিটি জয় সম্মানের যোগ্য।

III. লেখকের পাতা

এই লেখা কারও ফরমায়েশে লেখা হয়নি।

এটি বিক্রি করা হয়নি।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হয়নি।

এটি লেখা হয়েছে পুনর্বাসনের, মানুষের মর্যাদার আর মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মূল্যের সাক্ষ্য দিতে।

একমাত্র যে পারিশ্রমিক চাওয়া হয়েছে, তা প্রতীকী এক ডলার — কাজের দাম হিসেবে নয়, বরং যত্ন, আশা আর দায়িত্বের সংস্কৃতির প্রতি যৌথ অঙ্গীকারের নিদর্শন হিসেবে।

ফের্দিনান্দো